শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ড্রেস ও জুতা বিতরণ জুলাইয়ে শুরু

এক লাখ সামগ্রী দেবে বিজিএমইএ

নিজস্ব প্রতিবেদক
৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সমতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বড় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে স্কুলব্যাগ, ড্রেস ও জুতা বিতরণের কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আগামী জুলাই থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রতিটি উপজেলায় দুটি করে বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু হবে।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন, সরকারের এই উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ

পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এক লাখ শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলব্যাগ, ড্রেস ও জুতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভা সূত্রে জানা যায়, প্রথম ধাপে জুলাই মাসেই এক লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে এসব উপকরণ বিতরণ করা হবে। পাইলট পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলার দুটি বিদ্যালয়কে নির্বাচন

করবে স্থানীয় প্রশাসন। পর্যায়ক্রমে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের জন্য সরবরাহ করা ব্যাগগুলো হবে পাটের তৈরি, যা পরিবেশবান্ধব ও দেশীয় পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে। আলোচনাসভায় উপস্থাপিত নমুনা অনুযায়ী, ছেলেদের জন্য নীল রঙের এবং মেয়েদের জন্য গোলাপি রঙের ব্যাগ নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি বলেন, এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা ও ন্যায্যতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কমাতেও এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হলেও ভবিষ্যতে এ কর্মসূচি মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও সম্প্রসারণ করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের আর্থিক চাপ কমবে, অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ বাড়াতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি দেশীয় শিল্প ও পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণেও এটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।